প্রথম আলো

তারিখ 16 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জাতীয় গণিত উৎসবের সমাপনী

জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়

আশীষ-উর-রহমান ●

পরীক্ষা নেই, তাই কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও নেই। শুধুই আনন্দ আর গলা ছেড়ে চিৎকার দেওয়া। এই করে গতকাল শনিবার গণিত উৎসবের সমাপনী দিনটি কাটল নতুন প্রজন্মের গণিত অনুরাগীদের। রাজধানীর সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মাঠে গত শুক্রবার শুরু হয়েছিল দুই দিনের ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো জাতীয় গণিত উৎসব ২০১৪ ও দ্বাদশ বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড। বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার মধ্য দিয়ে শেষ হলো গণিতের এই আনন্দঘন উৎসব।

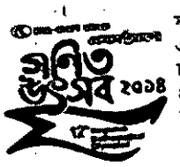

গতকালের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল সকাল নয়টায়। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পরীক্ষা হয়েছিল শুক্রবার। ফল জানার জন্য উদগ্রীব ছিল সবাই। 'গণিত শেখো স্বপ্ন দেখো' ছাপ দেওয়া টি-শার্ট গায়ে অভিভাবকদের নিয়ে উৎসবমঞ্চের সামনে সমবেত হয়েছিল সবাই। কথোপকথন, গান, গণিতের পটগান, রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতা, আলোচনা আর শেষে পুরস্কার বিতরণী—এসব নিয়েই ছিল জমানো আয়োজন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথোপকথনের একপর্যায়ে জানতে চাইলেন, তারা দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে কে কী করবে? একেকজনের একেক অভিপ্রায়। কেউ বলল, স্কুলে কম্পিউটার গেমস বাধ্যতামূলক করবে, কেউ বলে স্কুলগুলো খুব বিরক্তিকর, তাই বন্ধ করে দেবে। এর মধ্যে একজন উঠে বলল, প্রধানমন্ত্রী একা কোনো দেশকে ভালো করতে পারে না। সবাই মিলে দেশকে ভালো করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী হলে সবাইকে নিয়ে দেশকে ভালো করার কাজ করব। তার পর থেকে নিজের জন্য, দেশের জন্য ভালো কাজ করার প্রেরণা ও প্রত্যয়ই প্রধান সুর হয়ে থাকল পুরো অনুষ্ঠানে।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি দিয়ে সমবেত সংগীত শুরু করেছিলেন প্রথম আলো বন্ধুসভার বন্ধুরা। এরপর তাঁরা শোনান 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'মন শুধু মন ছুঁয়েছে' ও 'জীবনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে যাই' গানগুলো। আর্জেন্টিনা গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া তানজিম শরিফ শোনান 'সোনা বন্ধু তুই আমারে' গানটি। দেশের ঐতিহ্যবাহী পটগান ছিল এরপর। গণিত উৎসব নিয়ে রূপান্তর থিয়েটারের পটগানটি

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। পটে আঁকা ছবির সঙ্গে নাচ ও গানের মধ্যে দিয়ে শিল্পীরা গণিত উৎসবের গত এক যুগের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

এরপর ছিল আরেকটি আকর্ষণীয় পর্ব। রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতা। আগের ২২ সেকেন্ডের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে দিয়ে ১৮ সেকেন্ডে কিউব মিলিয়ে নতুন রেকর্ড করে চ্যাম্পিয়ন হয় হাসান জহিরুল ইসলাম। দ্বিতীয় হুমায়ুন কবির ও তৃতীয় শাকিব বিন রশিদ।

এরপর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রথমেই গণিতে অবদান এবং গণিত উৎসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় দেশের প্রবীণ গণিতবিদ লুৎফুজ্জামান ও খোদাদাদ খানকে দেওয়া হয় আজীবন সম্মাননা।

প্রতিক্রিয়ায় লুৎফুজ্জামান বলেন, জীবনের এই পর্যায়ে এসে সম্মাননা পাওয়ায় তিনি আনন্দে আপ্লুত। খোদাদাদ খান বলেন, প্রাণের টানে তিনি গণিত উৎসবে আসেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে গণিতভীতি কাটিয়ে গণিতকে আনন্দের বিষয় হিসেবে নিয়েছে, তাতে তিনি অভিভূত। এই পর্যায়ে দেশের সেরা গণিত ক্লাব মেহেরপুরের গাংনী গণিত পরিবার, এবারের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার সেরা কেন্দ্র, সেরা ব্যবস্থাপনা এসব ক্ষেত্রে সেরাদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কারের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা আর নতুন নতুন ঘোষণার মধ্যে দিয়ে চলছিল অনুষ্ঠান। আগের বিশেষ পুরস্কারগুলোর সঙ্গে আরও নতুন চারটি পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয় এবার। এগুলো হলো প্রকৌশলী লুৎফর রহমান স্মৃতি পুরস্কার, জামাল নজরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার, গৌরাঙ্গ দেব রায় স্মৃতি পুরস্কার ও জেবুন্নেছা হোসেন পুরস্কার। এরপর বিতরণ করা হয় আগের দিনে সুডোকু প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার।

প্রথম হয়েছে রিফা মুহাইমিনা রহমান, দ্বিতীয় সাহিকা আহমেদ ও তৃতীয় হয়েছে হাসান ইশরাক। তাদের পুরস্কৃত করার পর ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইদুল হাসান প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'তোমাদের এই কৃতিত্ব ধরে রাখতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য মহৎ পরিকল্পনা করতে হবে।'

বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সভাপতি জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, সারা দেশে গণিত উৎসবের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মন থেকে গণিতভীতি দূর হয়েছে। সারা বিশ্বে এই উৎসব একটি ব্যতিক্রমী উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরও আলোচনা করেন গণিত অলিম্পিয়াডের কোচ মাহবুব মজুমদার, *প্রথম আলোর* সহযোগী সম্পাদক আবুল কাইয়ুম ও আনিসুল হক।

উপস্থিত ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এ আর খান, এফ আর সরকার, জিনবিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী, বিজ্ঞান লেখক রেজাউর রহমান, সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন, উপাধ্যক্ষ ব্রাদার বিকাশ ডি রোজারিও সিএসসি, তাজিমা মজুমদারসহ অনেকে।

আলোচনার পালা শেষ। এরপর গণিত প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে চারটি বিভাগের বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণীর পালা। এবার প্রাথমিক, জুনিয়র, সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি এই চারটি বিভাগে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে বিজয়ী এক হাজার ৫৫ জন অংশ নেয় জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায়। এদের মধ্যে ৮১ জন বিজয়ীকে গতকাল পদক, ক্রেস্ট, সনদ ও বিশেষ পুরস্কারের অর্থ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে চার বিভাগে সেরাদের সেরা হয়েছে প্রাথমিকে শাহাদাৎ হোসাইন, জুনিয়রে তাহমিদ আনজুম, সেকেন্ডারিতে প্রীতম কুণ্ডু ও হায়ার সেকেন্ডারিতে নূর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ।

সবাই মিলে 'আমরা করব জয়' গানটি গেয়ে জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার প্রত্যয় নিয়ে বাড়ি ফেরে নবীন প্রজন্ম।

উৎসব সঞ্চালনায় ছিলেন গণিত অলিম্পিয়াডের একাডেমিক কাউন্সিলর মাহমুদুল হাসান ও তামিম শাহরিয়ার।